মুজিবনগরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ ও ৩১ দফার লিফলেট বিতরণ করেছে জেলা যুবদল ও ছাত্রদল।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের ভবেরপাড়া গ্রামে এ গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির এবং মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের সভাপতি আবুল হাসান ভবেরপাড়ার বিভিন্ন এলাকায় সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দেন এবং ধানের শীষের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।

কর্মসূচিতে বিএনপি, ছাত্রদল, যুবদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গণমাধ্যমের ভুমিকা গুরত্বপূর্ণ

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির জেলার সাংবাদিকদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় বলেন, উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে গণমাধ্যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যতদিন এই জেলার জনগণ মনে করবে এই জেলা প্রশাসক জেলার মানুষের উন্নয়নের জন্য, তাদের জীবনযাত্রার মান, তাদের নিরাপত্তা ও একটি সুন্দর জীবন উপহার দেওয়ার কাজ করবে ততদিন পর্যন্ত আমরা কাজ করবো। জেলার মানুষ যদি মনে করে আমরা সেটি করতে ব্যর্থ হচ্ছি, সেক্ষেত্রে অবশ্যই সরকার ব্যবস্থা নেবে।

সকল কাজের নিয়ম-কানুন অবশ্যই অবলম্বন করতে হবে এবং স্বচ্ছতা ও

জবাবদিহিতা এনসিওর করতে হবে।

জেলা প্রশাসক বলেন, মেহেরপুরের সবচেয়ে বড় সমস্যা যেগুলি, শিক্ষার ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে। ডেফিনেটলি এটা খুবই আশঙ্কার বিষয়। আমরা এই বিষয়ে স্পেশালি কাজ শুরু করব ইনশাল্লাহ। প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে ভিজিট আমরা করি সেটা বাড়িয়ে দেব এবং শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছেন তাদের সঙ্গে আমরা বসে স্পেশাল কোন উদ্যোগ নেওয়া যায় কিনা সেটা আমরা দেখব। তবে এক্ষেত্রে আপনারা সমস্যা দেখিয়েছেন, সেই সঙ্গে সমাধানের যে সঠিক পথ, সেটা বের করতে আমরা আপনাদের হেল্প চাইবো।

আমি অনুসন্ধানী সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত একটি দিক মনে করি। এখানে অনেকেই অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার সঙ্গে রয়েছেন। আপনারা এটা চালিয়ে যাবেন। আমার যদি কোন কাজে আপনারা মনে করেন ভুল-ভ্রান্তি হচ্ছে, আপনারা নিউজ ছাপিয়ে দেবেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে সভাপতির বক্তব্যে এসকল কথা বলেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ২৪ এর যে গণঅভ্যুত্থান, তার অন্যতম কারণ সাংবাদিকদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি। সাংবাদিকতা খোশামতির পেশা না এখানে ভালো-মন্দ দুইটাই আসবে। ভালো যদি করে থাকি ছাপাবেন, আর খারাপ যদি করে থাকি অবশ্যই ছাপাবেন। ভালোটা না ছাপালেও অসুবিধা নেই। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের স্পিরিটটা ধারণ করেই আমাদের কাজগুলো মার্চিহ্ন করব।

সারের ক্রাইসিসটা এটা ম্যানমেড কোনো ক্রিয়েশন কিনা সেটাও দেখার বিষয়। আমাদের সারের সরবরাহ আছে, কিন্তু আমাদের কৃষি উপদেষ্টা যেটা বলেছেন কিছু মানুষের যোগসাজশ থাকতে পারে। আমরা এগুলো ইনভেস্টিগেশন করব, এই বিষয়টা যাতে সমাধান করা যায় সেটা আমরা চেষ্টা করব।

জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুনের সঞ্চালনায় মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক পার্থ প্রতিম শীল ও সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ খায়রুল ইসলাম।

এসময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি

তোযাম্মেল আযম, সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু, মেহেরপুর প্রেস ক্লাবের সভাপতি ফজলুল হক মন্টু, তুহিন আরন্য, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, আমাদের সূযোদয়ের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহবুবুল হক পোলেন, সংবাদ প্রতিনিধি রফিকুল আলম, ইত্তেফাক প্রতিনিধি আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, চ্যানেল ২৪ এর জেলা প্রতিনিধি রাশেদুজ্জামান, বাসস প্রতিনিধি দিলরুবা খাতুন, দেশ টিভির জেলা প্রতিনিধি আক্তারুজ্জামান ও এখন টিভির জেলা প্রতিনিধি মোজাহিদ মুন্না, সাংবাদিক মেহের আমজাদ, শামিম হোসেন, মনিরুল ইসলাম প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় গণমাধ্যম কর্মীরা অবাধ তথ্য প্রবাহ সৃষ্টি, জেলার অনলাইন জুয়া, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ও সড়কে বিশৃংখলাসহ নানা সমস্যার চিত্র তুলে ধরেন।

মেহেরপুরের “আমরা কয়জন ভ্রমণ গ্রুপ” এর সাজেক যাত্রা

মেহেরপুরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড পাড়ার এম এস কম্পিউটার্সের স্বত্বাধিকারী প্রোঃ মোঃ মাহফুজুর রহমান পরিচালিত ভ্রমণ সংগঠন “আমরা কয়জন ভ্রমণ গ্রুপ” তিন দিনের সাজেক ভ্রমণে যাত্রা শুরু করেছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে গ্রুপটি।

ভ্রমণে যাওয়া সদস্যদের মধ্যে নিশাত নামের এক তরুণী বলেন, আমরা কয়জন ভ্রমণ গ্রুপ থেকে সাজেকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছি। সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন যাতে সুস্থভাবে গন্তব্যে পৌঁছাতে ও ফিরে আসতে পারি। আমরা চাই এই গ্রুপের মাধ্যমে প্রতি বছর এভাবে ভ্রমণ আয়োজন হোক।

অন্য সদস্য সজল জানান, আমরা ছয় বন্ধু মিলে মেঘের রাজ্য সাজেক দেখতে যাচ্ছি। শুনেছি এই গ্রুপটি খুব ভালো সার্ভিস দেয়। তাই সবাই মিলে সাজেকের মেঘ উপভোগ করতে এবং আনন্দ করতে যাচ্ছি।

দীর্ঘদিন পর একসঙ্গে ভ্রমণে যেতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন অন্যান্য সদস্যরাও। তারা বলেন, এই সফর তাদের জন্য হবে রোমাঞ্চকর ও স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। সাজেকের অপূর্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য-সবুজ পাহাড়, মেঘের ভেলা আর নৈসর্গিক পরিবেশই এই ভ্রমণের প্রধান আকর্ষণ।

ভ্রমণ গ্রুপের পরিচালক মোঃ মাহফুজুর রহমান জানান, আমরা কয়জন ভ্রমণ গ্রুপ নিয়মিতভাবেই দেশজুড়ে বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণের আয়োজন করে থাকে। এবার সাজেকের প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন কাছ থেকে দেখাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য।

তিন দিনের এই সফরে রুইলুই পাড়া, কংলাক পাড়া, হেলিপ্যাড এলাকা, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তসহ সাজেক ভ্যালির প্রধান সব আকর্ষণ উপভোগ করবেন ভ্রমণকারীরা।

আগামীদিনে আরও বড় পরিসরে ভ্রমণ আয়োজনের পরিকল্পনার কথাও জানান পরিচালক মাহফুজুর রহমান। তিনি বলেন, এইবার সিট পূর্ণ হয়ে যাওয়ায় অনেককে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সামনে কক্সবাজার, সিলেট, সেন্ট মার্টিনসহ আরও কয়েকটি জায়গায় ভ্রমণের পরিকল্পনা রয়েছে। আগ্রহীরা আগেই আমাদের দোকানে যোগাযোগ করলে সুবিধা হবে।

মেহেরপুরের একমাত্র নিবন্ধিত

অনলাইন নিউজ পোর্টাল

‘মেহেরপুর প্রতিদিন’ -তথ্য

অফিসার

মেহেরপুরের নবাগত জেলা প্রশাসকের সঙ্গে জেলার সাংবাদিকদের এক মতবিনিময় সভায় জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন বলেন, মেহেরপুরের একমাত্র সরকার নিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও প্রিন্ট পত্রিকা হলো “মেহেরপুর প্রতিদিন”।

দৈনিক মেহেরপুর প্রতিদিন ছাড়া মেহেরপুরে আর কোনো সরকার-নিবন্ধিত অনলাইন নিউজ পোর্টাল নেই। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি এ কথা বলেন।

এসময় তিনি যেসব পত্রিকা বা অনলাইন নিউজ পোর্টালের নিবন্ধন নেই তাদের সবাইকে দ্রুত নিবন্ধনের আওতায় আসারও আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে অটো-রিকশা চালকদের সাথে জামায়াতের সম্মেলন

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর পৌর শাখার উদ্যোগে অটো ও রিকশা চালকদের নিয়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টায় মেহেরপুর কমিউনিটি সেন্টারে আয়োজিত এ সম্মেলনে পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে শতাধিক অটো ও রিকশা চালক অংশ নেন।

মেহেরপুর পৌর জামায়াতের আমীর সোহেল রানা ডলারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-১ আসনে জামায়াতে ইসলামী মনোনীত সংসদ সদস্য প্রার্থী তাজউদ্দীন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, জেলা নায়েবে আমীর মহাবুব উল আলম, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা সভাপতি আল আমিন বকুল, জেলা ব্যবসায়ী বিভাগের সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলাম, পৌর ৮ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াত সভাপতি সোহেল রানা এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক সোহেল রানা।

সম্মেলনে বক্তারা অটো ও রিকশা চালকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক নিশ্চিত করা, নিরাপদ সড়ক পরিবেশ সৃষ্টি, পুলিশ ও প্রশাসনের হয়রানি বন্ধ এবং সুষ্ঠু কর্মপরিবেশ প্রতিষ্ঠার দাবি জানান। তারা

চালকদের সংগঠিত হয়ে আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের অধিকার আদায়ের আহ্বান জানান।

দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশের বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের মুজিবনগরে গুডনেইবারস বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপির উদ্যোগে মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গণে বিশেষ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার সকালে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ক্যাম্পেইন অনুষ্ঠানের সিডিপি ম্যানেজার বিপুল রেমার সভাপতিত্বে, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, গাইনাকোলজিস্ট ডা: সিনথিয়া আফরিন সিমি এবং খাদ্য ও পুষ্টিবিদ ফজলে রাব্বি।

হেলথ অফিসার আহসানুল হক সঞ্চালনায় ক্যাম্পেইনে আরও উপস্থিত ছিলেন, সিডিপির সিনিয়র এডমিন অফিসার উত্তম কুমার রায় এবং মেডিকেল অফিসার মেহেদী হাসান (সুইট)।

ক্যাম্পেইনের মূল কার্যক্রম মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য বিষয়ে আলোচনা, পুষ্টিকর খাবারের উপকারিতা ও সুষম খাদ্যাভ্যাস বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

ক্যাম্পেইনে স্বল্পমূল্যে গাইনি রোগী দেখা এবং অপুষ্ট শিশুদের জন্য ডায়েট চার্ট প্রদান করা হয়ে।

এছাড়াও কমিউনিটির জন্য ৩০% ছাড়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও পুষ্টি প্যাকেজ সরবরাহ করা হয়ে।

গুডনেইবারস বাংলাদেশ জানায়, এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে কমিউনিটির

মধ্যে সুলভ সেবা, স্বাস্থ্যসচেতনতা বৃদ্ধি এবং পুষ্টি জ্ঞান সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

একদিকে ধানের শীষে ভোট প্রার্থণা অপরদিকে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবি

বিএনপির মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি চলমান রয়েছে। একদিকে মনোনয়ন প্রাপ্ত আমজাদ হোসেন ও তার অনুসারীরা ধানের শীষের ভোট প্রার্থনা করে গণসংযোগ অব্যাহত রেখেছেন। অপরদিকে, মনোনয়ন বঞ্চিত জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে অন্দোলন কর্মসূচি চলমান রেখেছেন। এতে গাংনীর রাজনৈতি অঙ্গনে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে গণজোয়ার সৃষ্টির লক্ষ্যে মেহেরপুর -২ (গাংনী) আসনের সাহারবাটি ইউনিয়নের ধর্মচাকি গ্রামে ও গাংনী বাজারে ৩১ দফা সম্বলিত লিফলেট বিতরণ ও গণসংযোগ করেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

গতকাল বুধবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরের বিভিন্ন স্পটে লিফলেট বিতরণ করা হয়।

তারেক রহমানের বার্তা সবার আগে বাংলাদেশ, শ্লোগান নিয়ে ধানের শীষের প্রার্থী সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন গণসংযোগ করে ভোট প্রার্থনা করেন।

এসময় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান মোরাদ আলী, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন,

সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, মহিলা দলের সভাপতি ফরিদা পারভীনসহ বিএনপির নারীনেত্রী এবং বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি দলীয় মনোনয়ন ঘোষণা করেছে সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনকে। এ আসনে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেয়ার দাবিতে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা।

গাংনীর বিএনপিতে অভ্যন্তরিণ দ্বন্দ্ব জনস্বার্থকে ছাপিয়ে যায়

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে আসন্ন সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি একটি গভীর সংকটের প্রতিচ্ছবি ।

দলীয় প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর থেকেই গাংনীর রাজনৈতিক অঙ্গনে যে পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি চলমান, তা কেবল স্থানীয় উত্তেজনা বাড়াচ্ছে না, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও বড় বাধা সৃষ্টি করছে। একদিকে মনোনীত প্রার্থীর ধানের শীষের জন্য ভোট প্রার্থনা, অন্যদিকে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ—এই দুই বিপরীতমুখী স্রোত বিএনপির দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য এবং সংহতির ওপর একটি কঠিন প্রশ্নচিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

রাজনৈতিক দলগুলিতে মনোনয়নকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ নতুন নয়। তবে গাংনীর ঘটনা কেবল সাধারণ ক্ষোভের প্রকাশ নয়; এটি একটি সুসংগঠিত বিদ্রোহ। দলীয় হাইকমান্ড সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনকে মনোনীত করার পরও, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা কঠোর অবস্থানে রয়েছেন। তাঁদের বিক্ষোভ মিছিল এবং মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি স্পষ্ট করে যে স্থানীয় নেতৃত্বে আস্থার ঘাটতি রয়েছে, যা দলের তৃণমূলের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিচ্ছে। একটি

গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচনের ঠিক আগে এই ধরনের বিভেদ জনমনে ভুল বার্তা দিচ্ছে এবং দলের মূল আদর্শ থেকে মনোযোগ সরিয়ে দেয়।

দেখা যাচ্ছে, আমজাদ হোসেন তার নির্বাচনী প্রচারে দলের ঘোষিত ‘৩১ দফা কর্মসূচি’ এবং তারেক রহমানের বার্তা নিয়ে ভোটারদের দুয়ারে যাচ্ছেন। এটি নিঃসন্দেহে দলের একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ। কিন্তু যখন একই সময়ে দলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে রাস্তায় বিক্ষোভ করে, তখন সেই ইতিবাচক প্রচেষ্টা ম্লান হয়ে যায়।

গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের মতো একটি মহৎ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে প্রয়োজন ইস্পাত-কঠিন সংহতি। একটি শক্তিশালী জনমত গড়ে তোলার কথা ছিল, কিন্তু অভ্যন্তরীণ কোন্দল সেই মূল্যবান সময় এবং সুযোগের অপচয় করছে। সাধারণ ভোটারদের মনে এই প্রশ্ন জাগাচ্ছে যে, যে দল নিজেদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখতে পারে না, তারা কীভাবে দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে?

বিএনপি হাইকমান্ডের উচিত এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বকে হালকাভাবে না নিয়ে দ্রুত এর সমাধান করা। হয় মনোনীত প্রার্থীকে সব পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে, অথবা বিচক্ষণতার সঙ্গে এমন একটি সমাধান খুঁজতে হবে যা উভয় পক্ষের নেতৃত্বকে সন্তুষ্ট করে এবং সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে নির্বাচনী মাঠে নামতে সাহায্য করে। দলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বকে স্মরণ রাখতে হবে যে, ব্যক্তির চেয়ে দল বড়, এবং দলের চেয়ে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সবার আগে।

গাংনীর চলমান পরিস্থিতি মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপির নির্বাচনী সম্ভাবনাকে ঝুঁকিতে ফেলছে। ধানের শীষের পক্ষে যে গণজোয়ারের প্রত্যাশা করা হচ্ছে, তা কেবল তখনই সম্ভব যখন দল তার ভেতরের বিভেদ মিটিয়ে একটি একক ও শক্তিশালী ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করবে। যদি এই দোটানা অব্যাহত থাকে, তবে তা শুধু একটি আসনের পরাজয় নয়, বরং বৃহত্তর গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পথেও একটি গভীর ক্ষত তৈরি করবে। সংহতি ফিরিয়ে আনাই এখন গাংনী বিএনপির জন্য একমাত্র অগ্নিপরীক্ষা।

মানসিক নির্যাতন; একটি সামাজিক সঙ্কট

জীবনচক্রের গুরুত্বপূর্ণ একটি ধাপের নাম বিয়ে। বিয়ে হল দুটি জীবনের চির বন্ধন। বিয়ে দুটি আত্মার একসাথে চলার প্রতিশ্রুতি। বিয়ে ভালোবাসার এমন এক অনুভূতি, যা মানুষের জীবনকে আলোকিত করে তোলে। বিবাহ বন্ধনের মাধ্যমে জন্ম নেয় শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, স্নেহ ও একে অপরের প্রতি গভীর যত্ন। পথ চলার স্থায়ী সঙ্গী হিসেবে পাশাপাশি থাকেন স্বামী-স্ত্রী। বিয়ে মানে কিন্তু কেবল একসঙ্গে থেকে দায়িত্ব ভাগ করে নেয়া নয়। এর অর্থ এবং প্রভাব আরও বেশি। এমনকি বার্ধক্যে একসাথে চলার প্রতিশ্রুতির নাম বিয়ে।

মানসিক নির্যাতন সচরাচর একদিনে শুরু হয় না। এটি সম্পর্কের ভেতরে ধীরে ধীরে জন্ম নেয় — যখন ভালোবাসা বদলে যায় নিয়ন্ত্রণে, বোঝাপড়া বদলে যায় নির্দেশে। উচ্চস্বরে গালাগাল করা, মিথ্যা বলা, চারিত্রিক অপবাদ দেওয়া, খারাপ ব্যবহার করে পরমুহূর্তে তা অস্বীকার করা — এসবই মানসিক নির্যাতনের অংশ।

এমনকি অনেক সময় নির্যাতনকারী বলেন, “আমি রাগ করার মতো কিছু বলিনি, কী এমন বলেছি? খারাপ কী বললাম?” — এই কথাগুলোর মধ্যেও লুকিয়ে থাকে মানসিক নিয়ন্ত্রণের অস্ত্র।তুমি এখানে যেতে পারবে না, “তুমি ঘরের বাইরে কাজ করতে পারবে না,তুমি শুধুই সংসার সামলাবে।বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা দিয়ে স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাও মানসিক নির্যাতন।”তুমি এটা কেন করছ?”, “তুমি এমন পোশাক পরো না”, “তুমি কিছুই ঠিকমতো পারো না”, “তোমার কাজের কোনো দাম নেই, তুমি কেবল বোঝা” — এসব কথায় ধীরে ধীরে ভেঙে যায় একজন মানুষের আত্মবিশ্বাস।শুধু তাই নয়, যৌতুকের জন্য চাপ দেওয়া বা বাধ্য করাও এক ধরনের মানসিক নির্যাতন। স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলা, উপেক্ষা করা, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা, স্পষ্ট করে দোষ না বলা, স্ত্রীর বাবার বাড়ির লোকজন নিয়ে খোঁটা দেওয়া, অপমানসূচক কথা বলা কিংবা গালিগালাজ — সবই মানসিক নির্যাতনের প্রতিফলন।

স্ত্রীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা বা সন্তান নিতে বাধ্য করা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন দুই-ই। এমনকি পুত্র সন্তানের জন্য বারবার গর্ভধারণে বাধ্য করা কিংবা গর্ভস্থ কন্যা সন্তানকে গর্ভপাত করানো — এসবও মানসিক নির্যাতনের গভীর ছাপ

ফেলে।

ছোট ছোট কথাগুলো হয়তো প্রথমে তুচ্ছ মনে হয়, কিন্তু সময়ের সঙ্গে এগুলো রূপ নেয় মানসিক বন্দিত্বে।একজন সঙ্গী অপরজনকে ক্রমাগত ছোট করতে করতে নিজের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, আর অপরজন নিজের আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে। এই ধীরে ধীরে তৈরি হওয়া অসম ভারসাম্যই সম্পর্কের সবচেয়ে বড় বিষ।

নির্যাতিতা মনে করেন এর চেয়ে গায়ে হাত তুলে মারাও অনেক ভালো। এভাবে সবসময় মানসিক নির্যাতনের চেয়ে শারীরিক নির্যাতন সহ্য করা যায়।

মানসিক নির্যাতন যা শারীরিক আঘাতের চেয়েও ভয়ঙ্কর। কারণ এর ক্ষত দৃশ্যমান নয়, বরং ধীরে ধীরে ভেতরের শক্তি নিঃশেষ করে দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, দীর্ঘদিন মানসিক নির্যাতনের মধ্যে থাকলে মানুষ ডিপ্রেশন, উদ্বেগ, অনিদ্রা, আত্মবিশ্বাসহীনতা ও আত্মহননের চিন্তায় ভোগে। সবচেয়ে ভয়ংকর দিক হএই কষ্টের কোনো দৃশ্যমান চিহ্ন থাকে না। বাইরে থেকে সব কিছুই “স্বাভাবিক” মনে হয়, অথচ ভেতরে মানুষটা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে থাকে।

আমাদের সমাজে ‘নির্যাতন’ শব্দটি উচ্চারিত হলেই প্রথমে নারীর কথাই সামনে আসে। বাস্তবতা হলো — নারীরাই বেশি ভুক্তভোগী, কিন্তু পুরুষরাও এর বাইরে নন। অনেক পুরুষ প্রতিদিন স্ত্রী বা পরিবারের কাছ থেকে তির্যক ব্যঙ্গ, অপমান কিংবা তুলনার মুখোমুখি হন। কিন্তু সমাজ তাদের কষ্টকে গুরুত্ব দেয় না, কারণ পুরুষের যন্ত্রণা নাকি “পুরুষোচিত” নয়! তাই তারা চুপ করে যান। এই নীরবতাই ধীরে ধীরে সম্পর্কের মধ্যে বিষ ছড়ায়।

আসলে, মানসিক নির্যাতন লিঙ্গভিত্তিক নয়, এটি ক্ষমতার অপব্যবহার। যে সম্পর্কের ভেতরে একজন সব সময় ‘নিয়ন্ত্রণকারী’ হয়ে ওঠে, সেখানে অন্যজন ধীরে ধীরে হারিয়ে যায়।

একটা ধারণা প্রচলিত — “সংসার মানেই সহ্য করা। এই ধারণাই নির্যাতনকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। একজন নারী যদি বলে “আমার স্বামী আমাকে অপমান করে”, সমাজ বলে — “সব পুরুষই তো এমন”। একজন পুরুষ যদি বলে “স্ত্রী আমাকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়”, সমাজ বলে — “তুমি নিশ্চয়ই দুর্বল”। এই চিরাচরিত মানসিকতার কারণেই অনেক দাম্পত্য সম্পর্ক ধীরে ধীরে ভেতরে ভেতরে ভেঙে পড়ে।

সমাজ ভাবে — যতক্ষণ না কেউ মারা যাচ্ছে, ততক্ষণ সবই সহনীয়। কিন্তু সত্য হলো, মানসিক নির্যাতন ধীরে ধীরে আত্মাকে হত্যা করে।

প্রথমত, সম্পর্কের মধ্যে যোগাযোগের অভাব মানসিক নির্যাতনের সবচেয়ে বড় কারণ। দুজন মানুষ একে অপরের সঙ্গে খোলামেলা কথা না বললে, ভুল বোঝাবুঝি, অহংকার ও অপমান জায়গা নেয় ভালোবাসার স্থানে।

মানসিক নির্যাতন কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয় — এটি একটি সামাজিক সংকট, যা নীরবে অসংখ্য সম্পর্ক ধ্বংস করছে। যে সম্পর্কের ভেতরে সম্মান থাকে, সেখানে নির্যাতন টিকতে পারে না। সময় এসেছে আমরা সবাই নিজের ভেতরের দেয়ালটা ভাঙ্গি। ভালোবাসার আসল শক্তি নীরবতা নয়, বোঝাপড়ায়। আর সম্পর্কের সত্যিকারের সৌন্দর্য মুক্তিতে, নিয়ন্ত্রণে নয়।
লেখক: কবি ও সাহিত্যিক

গাংনীতে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের বিএনপির মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা।

আজ বুধবার বিকালে গাংনী উপজেলা শহরে এ বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সম্পাদক সাইদুল ইসলামের নেতৃত্বে মিছিলটি দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, বামন্দী

ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, মহিলা দলের সভাপতি ফরিদা পারভীনসহ বিএনপির নারীনেত্রী এবং বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি দলীয় মনোনয়ন ঘোষণা করেছে সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেনকে। এ আসনে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনা করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেয়ার দাবিতে এ বিক্ষোভ মিছিল করেন তারা।